ড. মো. আব্দুল ওহাব, মহাপরিচালক (অবঃ), বাংলাদেশ কৃষি গবষেণা ইনস্টিটিউট

ড. মো. আব্দুল ওহাব, ৩০ জানুয়ারি ২০২০ হতে ৯ মে ২০২০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ কৃষি গবষেণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর মহাপরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন। অতঃপর অবসর গ্রহণ করেন।

ড. মো. আব্দুল ওহাব ১৯৮৭ সালে বারি এ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে যোগদান করেন। এরপর তিনি নিয়মিতভাবে উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, পরিচালক ও মহাপরিচালক পদে যথাসময়ে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন।

ড. মো. আব্দুল ওহাব মহাপরিচালক পদে যোগদানের পূর্বে ২৮ জানুয়ারি ২০১৯ সাল থেকে ২৯ জানুয়ারি ২০২০ সাল পর্যন্ত অত্র ইনস্টিটিউটের পরিচালক (গবেষণা) পদে কর্মরত ছিলেন। এর পূর্বে তিনি ১ অক্টোবর ২০১৮ সাল থেকে ২৭ জানুয়ারি ২০১৯ সাল পর্যন্ত পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এর আগে তিনি আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রহমতপুর, বরিশালে ৩ বছর কর্মরত ছিলেন। বরিশালে মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি "ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ প্রকল্প" এর প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। ড. ওহাব বারি এর প্রধান কার্যালয় এবং আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রহমতপুর, বরিশাল ছাড়াও আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, জামালপুর এ কর্মরত ছিলেন। প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক কার্যালয়ে কাজ করার সময় তিনি সফলভাবে কৃষকের উপযোগী প্রযুক্তি উদ্ভাবন, মাঠ পর্যায়ে মূল্যায়ন ও সম্প্রসারণের কাজ করেন। সফল বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে খন্ডকালিন বিজ্ঞানী হিসেবে সিমিট, প্র্যাকটিকেল একশান বাংলাদশে এ কাজ করেন। দেশি বিদেশি বিভিন্ন সায়েন্টিফিক জার্নালে তাঁর প্রায় ৩৮ গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও তিনি দৈনিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত বিজ্ঞান গবেষণা বিষয়ক বিভিন্ন নিবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং সিম্পোজিয়ামে যোগদানের উদ্দেশ্যে জাপান, ভারত, চীন, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্র, ইরান, জার্মানি, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস ও সুইজারল্যান্ড ভ্রমণ করেন।

তিনি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনস অব বাংলাদেশ, কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কৃষি প্রকৌশল পরিষদ, বঙ্গবন্ধু কৃষিবিদ পরিষদের সদস্য। তিনি সফল বিজ্ঞানী হিসেবে বারি ও ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ থেকে স্বীকৃতি পেয়েছেন। দেশের কৃষকের উপযোগী খামার যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১০ টিরও বেশি কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করেছেন যার অধিকাংশই কৃষক ব্যবহার করছেন। তার গবেষণালব্ধ জ্ঞান/অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর জন্য তিনি আন্তর্জাতিক সার উন্নয়ন কেন্দ্র (International Fertilizer Development Centre, IFDC) এ ২০১১ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী (কৃষি প্রকৌশল) হিসেবে নিয়োগ দেন। তিনি IFDC তে কাজ করার সময় ২ ধরনের মাটির নিচে গুটিসার প্রয়োগ যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। তার উদ্ভাবিত যন্ত্র IFDC এর মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সম্প্রসারিত হয়। সেনেগালের একটি কৃষি মেলায় IFDC এর স্টলে ২০১৩ সালে গুটিসার প্রয়োগ যন্ত্র প্রদর্শিত হয় যা আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার নজরে আসে । বাংলাদেশী এ বিজ্ঞানীর উদ্ভাবনকে তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেন যা দেশি বিদেশি অনেক সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। ফসল উৎপাদনে সার সাশ্রয় ও পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে মাটির নিচে গুটিসার প্রয়োগ যন্ত্র উদ্ভাবনে অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য ২০১৩ সালে IFDC এর প্রেসিডেন্ট ড. মো. আব্দুল ওহাব কে Award প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত করেন। তিনি IFDC এর প্রধান কার্যালয় আলাবামা, যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রেসিডেন্টের হাত থেকে এ পুরষ্কার গ্রহণ করেন যা বারির তথা বাংলাদেশের সকল কৃষি বিজ্ঞানীর গর্ব।

ব্যক্তিগত জীবনে ড. মো. আব্দুল ওহাব দুই সন্তানের (ছেলে) জনক। এ স্বনামধন্য বিজ্ঞানী ১৯৬১ সালের ১০ মে রাজবাড়ি জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলার কোনা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।